সত্যাগ্রহ

৪.৪. গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতি

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনের সদর্থক অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গান্ধীজির কাছে সত্যাগ্রহ তত্ত্ব হল সুসংহত জীবনদর্শন। ব্যক্তিকে তিনি সমাজমুখী ও সত্যাগ্রহী করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তির আত্মসুখ ও অহংসর্বস্বতার তিনি বিরোধিতা করেছেন। ব্যক্তিমানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তিনি বিবেক,

সত্যাগ্রহ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ

আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রভৃতি গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী মানুষকে নিষ্কলুষ এবং সৎ ও সমাজসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের উদারনীতিক ও উপযোগিতাবাদী দর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। সত্যাগ্রহের রাজনীতিতে গান্ধীজি নীতিকে উচ্চাসন প্রদান করেছেন। তিনি সত্যাগ্রহের আদর্শ ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন 'ইন্‌ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এ। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্‌সভালে সত্যাগ্রহ সমিতির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। সত্যাগ্রহ তত্ত্বের চরম পরীক্ষা হয়েছে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামে এবং সবরমতীর 'সত্যাগ্রহ আশ্রমে'।

টলস্টয়ের অহিংসা ও প্রেমের বাণী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, খ্রীস্টের সত্য ও মানবতার আদর্শ, মহম্মদের সহজ-সরল জীবনদর্শন প্রভৃতি গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। 'সর্বোচ্চ সুখ লাভের জন্য মানুষকে সমবায় ও সেবাকার্যে নিজেকে নিবেদন করতে হবে'— রাস্কিনের এই তত্ত্ব গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের আদর্শের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স নামক জায়গায় সর্বপ্রথম এক সমবায়িক সমাজ গড়ে তোলেন। সত্যাগ্রহের সাধনার সূত্রপাত ঘটেছে এই সমবায়িক সমাজে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে টলস্টয়ের প্রেম ও অহিংসার আদর্শে 'টলস্টয় ফার্ম' গড়ে তোলা হয়। এই ফার্মে গান্ধীজি সাফল্যের সঙ্গে সত্যাগ্রহের আদর্শ ও তত্ত্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সত্যাগ্রহ দর্শনের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা এবং প্রেম ও অহিংসার আদর্শ গান্ধীজি নিজে শিখেছেন এবং মানবজাতিকে শিখিয়েছেন নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত আঘাত, সমবায় জীবন ও জেল জীবন সূত্রে।

সত্যাগ্রহের সৃষ্টি

গান্ধীজির অহিংসা নীতির মত সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যাপকভাবে অর্থবহ। সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য নৈতিক চাপ সৃষ্টি। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারে অহিংস পথে সত্যের উপলব্ধির জন্য সত্যাগ্রহীকে সতত সক্রিয় থাকতে হবে। সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটা অপরিহার্য ও আবশ্যিক। গান্ধীজি সত্যকে চূড়ান্ত বাস্তব হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং সত্যাগ্রহীকে সত্যের উপর যাবতীয় আক্রমণকে সর্বপ্রকারে প্রতিহত করতে হবে।

সত্যাগ্রহ হল এক সুসংহত জীবনদর্শন। সত্যাগ্রহ হল সত্যানুসারে সমবেত এক সমবায়িক উদ্যোগ। এ হল এক সত্যদর্শন। সত্যাগ্রহ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধ বাহ্যিক কোন শক্তি দিয়ে নয়, এই প্রতিরোধ আত্মিক শক্তি দিয়ে। এই প্রতিরোধ অস্ত্র দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। বাহুবল বা পশুশক্তি নয়, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিই হল সত্যাগ্রহীর শক্তি। সত্যাগ্রহীর মধ্যে সৈন্যের সকল গুণ বর্তমান থাকবে ; কিন্তু হিংসা বা ঘৃণা থাকবে না। সত্যাগ্রহ হল সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ। সত্যাগ্রহীর মধ্যে ধন-সম্পত্তিতে আসক্তি থাকবে না। দারিদ্র্য

সত্ত্বেও সত্যাগ্রহী হবে নির্ভীক। সে হবে সৎ ও উন্নত মনের অধিকারী। অনিষ্টকারী ইচ্ছা বা ঘৃণা-প্রবঞ্চনা থাকবে না, থাকবে সামগ্রিক প্রেম-প্রীতি। সত্যের সন্ধানে সত্যাগ্রহী নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে অপর সকলের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত করবে। সত্যাগ্রহী খোলা মন নিয়ে চলবে, অপরকে জানবে ও অপরের প্রতি আন্তরিক হবে এবং অপরের বিশ্বাসভাজন হবে। সত্যাগ্রহ হল এক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ক্রোধ-হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত। এই সংগ্রাম হল সত্য ও ন্যায়ের জন্য। এ হল প্রতিপক্ষের প্রতি প্রেম-প্রীতির মানসিকতা নিয়ে প্রতিপক্ষকে জয় করার সংগ্রাম।

সত্যাগ্রহের ধারণা

এই সংগ্রামের পিছনে আছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের বাসনা। এই সংগ্রাম সুখ-দুঃখ বর্জিত। এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের ভাবনা বা আশংকা নেই। সত্যাগ্রহীর সংগ্রামে অস্ত্রবল, বাহুবল বা পশুশক্তির ব্যবহার নেই, আছে অন্যায়ের মুখোমুখি দৃঢ় মানসিক ও আত্মিক শক্তি। সত্যাগ্রহ দুর্বলের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, সংগ্রাম থেকে সরে পড়া নয়, এ হল মানসিক ও আত্মিক শক্তিসহ অন্যায়ের মুখোমুখি হওয়া। মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারকে বা ন্যায্য অধিকারকে সাহসের সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে।

সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য হবে প্রতিপক্ষকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে নিয়ে আসা। সত্যাগ্রহী দৃঢ় মনোবল নিয়ে নৈতিক বাঁচার সংগ্রামের সামিল হবে। সে শুদ্ধ মনের নির্দেশে পরিচালিত হবে। সত্যাগ্রহী আঘাত পেলে তা সহ্য করবে, প্রত্যাঘাত করবে না। সত্যাগ্রহী হবে আত্মসংযমী ও সত্যনিষ্ঠ এবং অহিংসা ও ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মা (V. P. Varma) তাঁর *Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "It signifies a genuine, intense and sincere quest for truth which is God. I mean an assertion of the power of the human soul against political and economic domination. Satyagraha is the indication of the glory of the human conscience ......Conscience reinforces the battle for victory of the social good. Satyagraha is based on the invincible belief in the ultimate triumph of divine justice and right."

প্রতিরোধের মধ্যে থাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত

the ultimate triumph of divine ja

সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়। কারণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে থাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা, থাকে পশুশক্তি প্রয়োগের মানসিকতা। তাছাড়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীও প্রতিপক্ষকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত দেখতে চায় এবং এর মধ্যে তার আনন্দানুভূতি বর্তমান থাকে। কিন্তু সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন রকম বাসনা থাকে না, থাকে না অরাজকতা সৃষ্টি করার কোন অভিপ্রায়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ঃ "Satygraha differs from passive resistance as North Pole from the South Pole. The latter has been conceived as a weapon of the weak and does not exclude the use of physical force or violence for the purpose of gaining one's end, whereas the former has been conceived as the weapon of the strongest and excludes the use of violence in any shape or form."

সত্যাগ্রহের অর্থ

সত্যাগ্রহ মানেই আইন অমান্য করা নয়। বরং এ হল প্রয়োজন হলে অম্লান বদনে দুঃখ-দণ্ড ভোগের প্রস্তুতি বা সম্মতি। সত্যাগ্রহ হল মানসিক দৃঢ়তা সহকারে সামনে এগিয়ে চলা এবং প্রতিপক্ষকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে পরিবর্তিত করা। সত্যাগ্রহের আদর্শ হিসাবে যে সমস্ত গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেগুলি হল ঃ প্রেম-প্রীতি, স্থৈর্য-সংযম, ক্ষমা-উদারতা, আত্মশক্তি ও আত্মার মুক্তি প্রভৃতি। সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হল ব্রহ্মচর্য ও আত্মনির্ভরশীলতা। দ্বিতীয় পরীক্ষা হল সত্য ও ন্যায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। সত্যাগ্রহের চরম পরীক্ষা হিসাবে বলা হয়েছে কর্তব্যের খাতিরে নির্ভয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ান, অহিংস পথে

অন্যায়ের প্রতিরোধ, দুঃখ-যন্ত্রণার ঝুঁকি নিয়ে মানসিক শক্তি সহকারে সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের সামিল হওয়া, সংগ্রাম থেকে সরে পড়া বা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় প্রভৃতি। সত্যাগ্রহের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে গান্ধীজি বলেছেন ঃ "Satyagraha is literally holding on to truth, and it means, therefore, and is known as, soul force.",

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শন পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহ তত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

আত্মিক শক্তি

(ক) সত্যাগ্রহ হল এক আত্মিক শক্তি। সকল রকম অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আত্মিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হয়। সত্যাগ্রহীর মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসা-দ্বেষ বা বিদ্বেষের মনোভাব থাকে না। কারণ সত্যাগ্রহ তত্ত্বে প্রতিপক্ষের উপর বলপ্রয়োগের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে পরিবর্তিত করার কথা বলা হয়। সত্যাগ্রহীর অহিংস প্রতিরোধ প্রতিপক্ষের হৃদয়কে নাড়া দেয়। সত্যাগ্রহ দর্শনে প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

... অধিকারের মত। কিন্তু সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুসরণের

মাধ্যমে হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার

(খ) সত্যাগ্রহ হল ব্যক্তির জন্মগত অধিকারের মত। কিন্তু সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুসরণের জন্য ব্যক্তি-মানুষের জীবনধারার আত্মশৃঙ্খলা যেমন দরকার, তেমনি দরকার যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করার প্রস্তুতি ও ক্ষমতা।

(গ) বিভিন্ন পথে ও পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহের আদর্শকে অনুসরণ করা যায়। কিন্তু সত্যাগ্রহের সকল উপায়-পদ্ধতির মূল ভিত্তি হবে অহিংসার আদর্শ। সত্যাগ্রহ অনুশীলনের উপায়-পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতীকী বা আমরণ অনশন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ধরনা, ধর্মঘট, বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী বটকট, সরকারী অনুষ্ঠান বয়কট, সম্মানসূচক উপাধি ও পদ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি।

অহিংসার আদর্শ

(ঘ) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ সমার্থক নয়। সত্যাগ্রহের সঙ্গে নির্মল হৃদয় সংযুক্ত থাকে। এবং সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহের আদর্শ অনুসরণ করা যায়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পৃথক। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নির্মল ও নিষ্কলুষ হৃদয়ের অপরিহার্যতার কথা বলা হয় না। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ হল শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার একটি হাতিয়ার এবং একমাত্র রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই হাতিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়

(ঙ) সত্যাগ্রহ হল শক্তিমানের অস্ত্র ; হীনবলের হাতের হাতিয়ার নয়। সত্যাগ্রহের মধ্যে হিংসা ও ভীরুতার কোন স্থান নেই। গান্ধীজি ভীরুতাকে কোনভাবেই স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। বরং কাপুরুষতা ও হিংস্রতার মধ্যে তিনি হিংস্রতার পক্ষ অবলম্বনের পক্ষপাতী। অন্যায়-অবিচারের নীরব দর্শক হয়ে থাকা এবং সত্যের উপর অসত্যের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়া সত্যাগ্রহের বিরোধী।

(চ) সত্যাগ্রহ সূত্রে দ্বিবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বাদী ও বিবাদী, নিপীড়ক ও নিপীড়িত উভয়ের কল্যাণ সাধিত হয়।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতির সমালোচনা (Criticism of Gandhi's Concept of Satyagraha)

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্বও বিরোধ-বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সমালোচকরা সত্যাগ্রহ দর্শনেরও সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যাগ্রহ নীতির বিরূপ সমালোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুক্তি অবতারণা করা হয়। সি. এম. কেস (C. M. Case) তাঁর *Non-Violent Coercion : A Study in Methods of Social Pressure* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

(১) সি. এম. কেসের অভিমত অনুযায়ী সত্যাগ্রহের বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতি বাস্তবে বলপ্রয়োগ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। কারণ সত্যাগ্রহের বিভিন্ন উপায়-পদ্ধতির মাধ্যমে সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন করে। প্রতিপক্ষ প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে যায়। প্রতিপক্ষের প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিচয় দিতে গিয়ে সি. এম. কেস বলেছেন : "Neither of the alternatives appeals to his desires or his judgement, yet he is compelled by the situation to choose between them." প্রতিপক্ষের উপর এ ধরনের এক উভয় সংকটমূলক পরিস্থিতি চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবে এক ধরনের বলপ্রয়োগ হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

(২) মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শন অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজি যে-কোন রকম বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর আচরণ প্রতিপক্ষকে এমন এক অবস্থার অধীন করে যে, প্রতিপক্ষ নিজেকে নিপীড়িত ভাবতে থাকে। বিবদমান উভয় পক্ষ সত্য ও আত্মিক শক্তির ভিত্তিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সত্যাগ্রহের পথে যদি পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তাহলে এক অভিনব জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। এ রকম অবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ তত্ত্বে পাওয়া যায় না। সমালোচকদের অভিমত অনুসারে সত্যাগ্রহের পন্থা-পদ্ধতি হল প্রতিপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টির এক অভিনব কৌশল বিশেষ।

চাপ সৃষ্টির কৌশল

(৩) মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনে দৃঢ় আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। তা ছাড়া মানুষের সমুন্নত নৈতিক বিকাশ, সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মকষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুসংহত উদ্যোগ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আদর্শবাদী

এই সমস্ত কারণে সত্যাগ্রহ মতবাদ তাত্ত্বিক বিচারে অতি উন্নত মানের। এ বিষয়ে বড় একটা বিরোধ-বিতর্ক নেই। কিন্তু বাস্তব বিচারে মতবাদটি অতিমাত্রায় আদর্শবাদী। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

(৪) গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্ব অনুরূপভাবে আবার অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বা অধিবিদ্যক প্রকৃতির। স্বভাবতই সত্যাগ্রহ দর্শনের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তি সকলের কাছে সম্যকভাবে অনুধাবনযোগ্য নয়।

অধিবিদ্যক

কাছে সম্যকভাবে অনুধাবনযোগ্য ...

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দর্শনে সত্যের শক্তি ও আত্মশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত বিচারে সত্য সফল হবে। 'ধর্ম জয়তে' কথার তাৎপর্য হল সত্য সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সত্যই হল ধর্ম। মানুষের আত্মশক্তির দুটি দিক বর্তমান। একটি হল সীমাবদ্ধ, অন্যটি অসীম। আত্মশক্তির সীমাবদ্ধ দিক্‌টি ভ্রান্তিপূর্ণ ও দুর্বলতাযুক্ত, নির্মল-নিষ্কলুষ নয়। ভ্রান্তিপূর্ণ মিথ্যা আত্মশক্তির অভিব্যক্তির কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক অসীম আত্মশক্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তির কথা। ভ্রান্ত, সীমাবদ্ধ ও অসত্য আত্মশক্তির অভিব্যক্তি আক্রমণাত্মক। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও অসীম আত্মশক্তির অভিব্যক্তি হল সত্যাগ্রহ। অসত্য যখন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে, তখন তা প্রতিহত করা দরকার। এ রকম ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকলে জনজীবন অসত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণে অসত্য আত্মশক্তির আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি প্রতিহত করার জন্য সত্যাগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপসংহার

... (Gandhiji's Concept of Sarvodaya)

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ